যুগান্তর

তারিখ 18 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা ৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে একযোগে

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

দেশের ১৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজের চলতি বছরের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষা অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একযোগে আগামী ৯ অক্টোবর শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন একটি নিয়ম চালু হচ্ছে। কোন শিক্ষার্থী গত বছর সরকারি যে কোন মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায়

একযোগে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৭

একযোগে : হবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অংশগ্রহণ ও ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকলে সেই শিক্ষার্থী এবার আর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। তথ্যগোপন করে কেউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে তার ছাত্রত্ব বাতিলসহ কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। ফলে বিগত বছরগুলোর মতো আবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে অপেক্ষাকৃত ভালো মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ আর থাকছে না।

তবে ভর্তিচ্ছু নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন একটি সুখবর আসছে। যশোর ও কুষ্টিয়ার নতুন মেডিকেল কলেজে শতাধিক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পেতে পারেন। এ লক্ষ্যে নতুন ২টি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তবে নতুন মেডিকেল কলেজে সরাসরি ভর্তি পরীক্ষা নয়, অংগের বছরের মতো অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হতে পারে। তাছাড়া চলতি বছর জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় প্রতিযোগী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও হ্রাস পাবে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের নির্ভরযোগ্য একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, সেপ্টেম্বর মাসে সব মেডিকেল কলেজে একযোগে ফরম বিতরণ, গ্রহণ ও যাচাইবাছাই কাজ শেষ করা হবে। অপরদিকে নভেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ আসছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে একযোগে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নবীন শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের চিকিৎসা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনশক্তি উন্নয়ন শাখা সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ভর্তি পরীক্ষা ৯ অক্টোবর গ্রহণের সিদ্ধান্তটি প্রায় চূড়ান্ত। তবে পরীক্ষা সংক্রান্ত সম্মিলিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আগামী ১৯ আগস্ট স্বাস্থ্য অধিদফতরে সব সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের এক সভা আহ্বান করা হয়েছে। আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজসহ মোট ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালরা এদিন ফরম বিতরণ শুরুর তারিখ, জমা দেয়ার শেষ তারিখ, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের সুপারিশসহ নানাবিধ বিষয়ে মতামত প্রদান করবেন। তাদের চূড়ান্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতেই ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্র জানায়, ১৭টি মেডিকেল কলেজে একযোগে এবং আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে আলাদাভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। সরকারি ১৭টি মেডিকেলে ২ হাজার ৩১০টি সাধারণ আসন, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ৪০টি, উপজাতি কোটায় ২০টি ও বিদেশী শিক্ষার্থী কোটায় ৮৪টিসহ মোট ২ হাজার ৪৫৪টি আসন রয়েছে। অন্যদিকে ১শ' আসন রয়েছে। ২০০৮ সালের ভর্তি পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮ হাজারেরও বেশি। তবে চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় চলতি বছর আগের মতো প্রতিযোগী হবে না।

পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা

সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হলে শিক্ষার্থীকে এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষা মিলিয়ে ন্যূনতম জিপিএ-৮ থাকতে হবে। তবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ-৩.৫ এর নিচে হতে পারবে না। এইচএসসিতে বায়োলজিতে ন্যূনতম ৩ থাকতে হবে। তবে উপজাতিদের জন্য এ নিয়ম কিছুটা শিথিলযোগ্য। জানা গেছে, এসএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৪০ ভাগ ও এইচএসসিতে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ৬০ ভাগ নম্বরের ভিত্তিতে ১শ' নম্বর ও ১শ' নম্বরের লিখিত পরীক্ষাসহ মোট ২শ' নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা প্রণয়ন করা হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের একাধিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, চলতি বছর থেকে ভর্তি পরীক্ষায় নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। বিগত বছরগুলোতে একজন মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ভালো মেডিকেল কলেজে চান্স না পেয়ে পরের বছর পরীক্ষা দিয়ে ভালো মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেত। এবার আর তা থাকছে না। কারণ ওই ছাত্রটি আসন ছেড়ে মেডিকেল বদল করলে সেই শূন্য আসনে ছাত্র ভর্তি করা সম্ভব হয় না। নতুন শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিতে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে ওই কর্মকর্তা মন্তব্য করেন।